MAY 30 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৬...

রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রশিবিরের অস্বাভাবিক উত্থান

সঙ্কটাপন্ন ছাত্রদলের ভবিষ্যৎ ❑ গোয়েন্দা সংস্থার গোপন প্রতিবেদনে সরকার সন্ত্রস্ত

এহসানুল হক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী ছাত্র শিবিরের অস্বাভাবিক উত্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ সংক্রান্ত একটি গোয়েন্দা সংস্থার গোপন প্রতিবেদনকে কেন্দ্র করে তোলপাড় শুরু হয়েছে জোট সরকারের ভেতর।

বিগত ৭ মাসে শিবিরের এ উত্থানের মধ্যে ছাত্রদলের ৫ থেকে ৮ শতাংশ নেতাকর্মী গোপনে শিবিরের সদস্যপদ গ্রহণ করেও ছাত্রদলের কার্যক্রমে সক্রিয় প্রতিবেদন থেকে অবগত হওয়ার পর বিএনপির নীতিনির্ধারকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। বিশেষ করে গোয়েন্দা সংস্থাটির এ প্রতিবেদনে ছাত্র শিবিরের ঐ উত্থানের পেছনে বিএনপির একজন সাংসদের নেতৃত্বাধীন ছাত্রদলের একটি গ্রুপের সার্বিক সহযোগিতার বিষয়টি উল্লেখ থাকায় ছাত্রদলের ভবিষ্যৎ নিয়েও শঙ্কায় পড়েছে বিএনপি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জোট সরকারের অন্যতম শরিক দল জামাতও ভবিষ্যতে বিএনপির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায় কিনা তা নিয়েও বিএনপির শীর্ষ স্থানীয় বেশ কয়েকজন নীতিনির্ধারক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

সরকারের সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি দেশের একটি গোয়েন্দা সংস্থা রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিবিরের রাতারাতি উত্থান সম্পর্কিত একটি বিস্তারিত গোপন প্রতিবেদন সরকারের সংশ্লিষ্টদের কাছে পেশ করে। এ প্রতিবেদনে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিবিরের গোপন তৎপরতার বিস্তারিত বিবরণসহ ছাত্রদলের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

● প্রথম পাতার পর

বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি সমস্যা নিরসনে ৭ দফা সুপারিশও করা হয় ঐ প্রতিবেদনে।

উল্লিখিত প্রতিবেদনে বলা হয়, বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিবিরের অবস্থান খুবই দুর্বল ছিল এবং অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিবিরের তেমন কোনো অস্তিত্বই ছিল না। কিন্তু নির্বাচনের পর থেকে রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গোপন তৎপরতা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে দিন দিন শিবিরের ভয়াবহ উত্থান ঘটছে। শিবিরের এই ক্রমবর্ধনশীল উত্থানে সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে ছাত্রদলর ওপর। মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছাত্রদল। শিবিরের এ উত্থানকে ছাত্রদলের জন্য 'অশনি সংকেত' বলেও আখ্যায়িত করা হয় প্রতিবেদনে। চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে শিবিরের উত্থানের মুখে ছাত্রদল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে প্রতিবেদনে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলা হয় ঢাকাতেও একই ধরনের পরিণতির পুনরাবৃত্তি ঘটার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

সরকারের সংক্ষিপ্ত সূত্রে আরো জানা গেছে, গোয়েন্দা সংস্থাটির প্রতিবেদনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় ডিগ্রি কলেজ ও হাসপাতাল এবং বাংলাদেশ সরকারি হোমিও প্যাথিক মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিবিরের গোপন তৎপরতার বিস্তারিত বর্ণনা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। ১৯৭৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে কৌশলগত কারণে ইসলামী ছাত্র শিবিরের পরিবর্তে ইসলামী ছাত্র সংঘ নাম দিয়ে শিবিরের আত্ম প্রকাশের কাহিনী বর্ণনা করে পরবর্তী কার্যক্রম উল্লেখ করা হয়। ১৯৯২ সালে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সিদ্ধান্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে পরবর্তী সময়ে শিবিরের তৎপরতা দৃশ্যত বন্ধ থাকে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষকদের সহযোগিতা নিয়ে গোপনে তাদের তৎপরতা ধীর গতিতে চলতে থাকে। চার দলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর শিবির গোপন তৎপরতায় সক্রিয় হয়ে ওঠে।

প্রতিবেদনে বিএনপির একজন সাংসদের নাম উল্লেখ করে বলা হয়, ঐ সাংসদের নেতৃত্বাধীন ছাত্রদলের গ্রুপটি মূলত শিবিরের গোপন তৎপরতায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করছে। এমনকি ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার একজন শিবিরের নেতাসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের প্রায় ৮ শতাংশ নেতাকর্মী গোপনে শিবিরের সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের গোপন তৎপরতার সঙ্গে বেশ কয়েকজন শিক্ষক জড়িত রয়েছেন বলে তাদের নামসহ উল্লেখ করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন অধ্যাপক লুৎফর রহমান, অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক মাহমুদ হাসান, অধ্যাপক আমিনুর রহমান, মজুমদার ড. মাইমুল আহসান খান এবং ড. আবদুর রব। এছাড়া গত ৭ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত প্রায় এক হাজার শিবিরের সদস্য, সমর্থক ও ক্যাডার সৃষ্টি হয়েছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

প্রতিবেদনে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে বলা হয়, এখানে মসজিদকেন্দ্রিক শিবিরের গোপন তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে নামাজের পর শিবিরের কর্মতৎপরতা চোখে পড়ে। দেশের রাজনীতির পরবর্তী কর্মপন্থা নিয়ে ব্যাপক আলোচনায় অংশ নেন শিবিরের সংশ্লিষ্টরা। এখানেও বেশ কয়েকজন শিক্ষক বেশ তৎপর রয়েছেন এবং ছাত্রদলের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নেতাকর্মী এসব কার্যক্রমে অংশ নিয়ে থাকেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

সরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় ডিগ্রি কলেজ ও হাসপাতালের ব্যাপারে বলা হয়, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ছাড়া ১৯৮৩ সাল থেকে এ কলেজটি ছাত্রদলের নিয়ন্ত্রণে ছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরও ছাত্রদল এ কলেজটি দখল করে নেয়। কিন্তু সম্প্রতি ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ছাত্রদলের একটি বড়ো অংশকে শিবিরে ভিড়িয়ে বর্তমানে পুরো কলেজটি ছাত্র শিবির নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছে।

প্রতিবেদনে শিবিরের গোপন তৎপরতা বন্ধে শিবিরের প্রধান শত্রু ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র ফ্রন্টের সঙ্গে ছাত্রদলের ঐক্য গড়ার সুপারিশ করা হয়। পাশাপাশি ছাত্রদলের যেসব নেতাকর্মী শিবিরের সদস্যপদ গ্রহণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়াসহ ৭ দফা সুপারিশ করা হয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিএনপির বেশ কয়েকজন শীর্ষ স্থানীয় নীতিনির্ধারক বিষয়টিকে ভয়াবহ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরলেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে এবং এরপরই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।